[redacted]

[redacted]

এমপি। এসময় ঝিনাইদহের জুলাই শহিদ ইঞ্জিনিয়ার রাকিবুল ইসলামের বাবা আবু বকর সিদ্দিক, মা হাফিজা খাতুন ও শহিদ সাব্বির হোসেনের বাবা আমোদ আলীসহ এনসিপির জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেন, শেখ হাসিনা ভারতের ওই হেডকোয়ার্টারে বসে বারবার হুঙ্কার দিচ্ছেন, তিনি নাকি দেশে ফিরে আসবেন। শেখ হাসিনা ‘পালাই না, পালাই না’ বলে হুঙ্কার দিয়ে আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছেন। শেখ হাসিনাকে বলতে চাই, দেশে ফিরে আসুন। আপনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। ১৪শ’ নিরীহ মানুষকে হত্যার দায়ে, ২৪-এর জুলাই-আগস্টে গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে।

এসময় বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে সরোয়ার তুষার বলেন, নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছিল বিএনপি। কিন্তু তারা নির্বাচিত হওয়ার পরে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই হলো বিএনপির চরিত্র। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়াকে দেশের মানুষ ভালোবাসে, সম্মান করে। কিন্তু তারেক রহমান মানুষের সেই ভালোবাসা ও আবেগের সঙ্গে বেইমানি করেছেন।

আইনমন্ত্রীর সমালোচনা করে তুষার আরও বলেন, ঝিনাইদহে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা। আমরা জানি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জেলা সদর ও শহরের আশপাশেই করা হয়। কিন্তু আইনমন্ত্রী তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেই মেডিকেল কলেজকে একটি উপজেলায় নিয়ে যাচ্ছেন। এই আইনমন্ত্রী বিএনপির গুপ্তচর হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তিনি বিএনপির আইনমন্ত্রী। এই আইনমন্ত্রী প্রতারণা করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথে সর্বপ্রথম বাধা দিয়েছেন। তার চক্রান্তেই সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ থেকে সরে এসেছে। তারেক রহমানের এক কানে ফুঁ দিচ্ছে আইনমন্ত্রী, আরেক কানে ফুঁ দিচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই আইনমন্ত্রীর নির্দেশে ঝিনাইদহে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে। বিএনপিকে বলতে চাই, আপনারা আওয়ামী লীগের পথে হাঁটবেন না। আওয়ামী লীগ তো ভারতে আশ্রয় পেয়েছে, আপনারা কোথায় আশ্রয় নেবেন? আপনাদের বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরতে হবে।

সমাবেশে এনসিপির নারী শক্তির কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব ডা. মাহমুদা মিতু এমপি বলেন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় আজ খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি,

ছিনতাই বেড়ে গেছে। কিন্তু সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনের আগে বিএনপি জনগণকে যে প্রত্যাশার গল্প শুনিয়েছিল, তার কোনো বাস্তবায়ন দেশে এখন আর হচ্ছে না। দেশে আজ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, কিন্তু সেই জায়গা দখল করেছে বিএনপি। যুবদল, ছাত্রদল, বিএনপি নেতারা আজ চাঁদাবাজির রেকর্ড গড়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে দেশের মানুষ এমন সরকার চায়নি। দেশের মানুষের সঙ্গে তারেক রহমান প্রতারণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলবাজি ও দলীয় লোকজনের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে নির্লজ্জের মতো। সরকারি সব দপ্তরে বিএনপি কেবল তার দলীয় লোকজন নিয়োগ দিচ্ছে। এই সরকার এভাবে চলতে থাকলে তাদের পরিণতি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের মতো হবে। তাদের পালানোর পথ থাকবে না।

এর আগে দুপুর ৩টায় ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ‘জুলাই পদযাত্রা ও শহিদদের স্মরণে’ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহিদ মিনারের সামনে থেকে পদযাত্রা বের হয়। পদযাত্রাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ শেষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এর আগে সকালে জুলাই শহিদ ইঞ্জিনিয়ার রাকিবুল ইসলাম ও শহিদ সাব্বির হোসেনের কবর জিয়ারত করেন এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা। এসময় তারা শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ওসমান হাদীর মৃত্যুতে আলমডাঙ্গায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল

আলমডাঙ্গায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদ ও খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ ও শোক মিছিল করেছে ছাত্র-জনতা।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গার আলিফ উদ্দিন মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের ‘৭১ স্তম্ভ মোড়’ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় আলিফ উদ্দিন মোড়ে এসে সমবেত হয়। এ সময় পুরো এলাকা শোক ও প্রতিবাদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিক্ষোভ ও শোক মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক রাকিব মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা কামরুল হাসান কাজল, আরাফাত রহমান, তাওহিদ খান ও শাকিব মাহমুদ।

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য দেন এবি পার্টির মুসাব ইবনে শাফায়েত, এনসিপির সালেহীন কাউনাইন (সামাউন) এবং গণঅধিকার পরিষদের খন্দকার মাশুক।

সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ওসমান হাদীর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে কর্মসূচি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট আদায় করতে হবে

বাংলাদেশ ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম (সাদ্দাম) বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ফ্রী ফেয়ার ইলেকশন না হলে জুলাইয়ের বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট এই সরকারের আমলে ছাত্র-জনতার পক্ষে আদায় করতে হবে। একটি পক্ষ মনে করে আমরা ক্ষমতায় চলে গেছি এবং কিছু প্রশাসনের লোকজন তাদেরকে সহযোগিতা করছে বলে মনে হচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবির যেকোনো মূল্যে জুলাই বিপ্লবের ধারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে যাবে।

আজ শনিবার (১৫ই নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার সময় পৌর কমিউনিটি

সেন্টারে মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ইসলামী ছাত্রশিবির প্রত্যেকটা ছাত্রের কল্যাণের জন্য কাজ করে। আগামীতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূমিধস বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। এবং সুখবর হলো আগামীতে অভিভাবকেরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাতে তাদের সন্তানদের তুলে দেবেন, কারণ ইসলামী ছাত্রশিবির কোনো নেশাখোর বা গাঁজাখোর তৈরি করে না; তাদের হাতে বই, কলম এবং গানের ভান্ডার তুলে দেয়। মেহেরপুরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ব্যাপক কল্যাণমূলক কাজ চলছে, সেই কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোঃ আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান, জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, পৌর সূরা ও কর্মপরিষদের সদস্য ডাক্তার আব্দুস সালাম, ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি ও জেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন সভাপতি আলামিন ইসলাম বকুল, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি মোঃ সাইদুর রহমান প্রমুখ।

ঝিনাইদহে আ’লীগের লকডাউনের প্রতিবাদে শেখ মুজিবের ম্যুরাল গুড়িয়ে দিল ছাত্র জনতা

আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে শেখ মুজিবের ‘এক তর্জনি’ বিশিষ্ট ম্যুরালটি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিল ছাত্র জনতা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ শহরের সাবেক মুজিব চত্বরে স্থাপিত ‘এই ম্যুরালটি’ গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউনের প্রতিবাদে সকাল ১০টার দিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শহীদ মিনারের সামনে বর্তমান স্বাধীনতা চত্বরে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের ‘এক তর্জনি’ স্তম্ভটি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়।

এর আগে গত বছরের জুলাই বিপ্লব চলাকালে ৫ আগস্ট ‘এক তর্জনি’ ম্যুরালটি ভাঙচুর করা হলেও কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল। সেই অবশিষ্ট অংশ বৃহস্পতিবার সকালে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা।

বিষয়টি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব সাইদুর রহমান বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে অতীতে অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যা করেছে। এখনো তারা সেই কাজটিই করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষকে আওয়ামী লীগ ও হাসিনা পঙ্গু করে দিয়েছে। দেড় হাজারের বেশি ছাত্র জনতাকে হত্যা করেছে। আজও শহিদদের রক্তে রাজপথ ভেজা। কিন্তু আওয়ামী লীগ হায়েনার মতো আবারও অগ্নিসন্ত্রাসে মেতে উঠেছে। যে কারণে, ছাত্র জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বাকশালের জনক শেখ মুজিবের স্তম্ভটি গুড়িয়ে দিয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা ম্যুরালটি ভেঙে দিয়েছে। আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি।

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে

মেহেরপুরে বিএনপি’র বিজয় র্যালি

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। র্যালির নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, আপনারা সবাই বিশ্বাস করেন, এই দেশের ১৮ কোটি মানুষ বিশ্বাস করে আমাদের প্রিয় নেতা, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন, সেই প্রতীক্ষায় সারা বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে। আমরা আজকের এই ঐতিহাসিক দিনকে ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’ দিবস বলি। সেই কারণেই আজকের এই বিজয়ের উচ্ছ্বাস, এই আনন্দ। এই আনন্দে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, আগামী দিনে আরও দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ নিয়ে আপনারা উপস্থিত হবেন ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, যারা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ছিলেন, তাঁরাও যেন আগামীতে আরও উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। যেভাবে, যতটা সম্ভব, সকলে অংশ নেবেন এই প্রত্যাশায় আজকের এই পথসভা ও বিজয় র্যালির সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

র্যালিতে অংশ নেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হ্যাপি, ইলিয়াস হোসেন, আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, মীর ফারুক হোসেনসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী। এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত বিএনপি’র নেতাকর্মীদের উপস্থিতি র্যালিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বিজয় র্যালিকে ঘিরে পুরো শহরে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় চারপাশ। নেতাকর্মীদের হাতে ছিল ব্যানার-ফেস্টুন, আর ঢাক-ঢোলের তালে তালে এগিয়ে যায় বিজয়ের মিছিল।

দামুড়হুদায় বিএনপি’র উদ্যোগে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি

দামুড়হুদায় উপজেলা বিএনপি, যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ সহযোগী অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দামুড়হুদা ব্রীজ মোড় থেকে জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশে প্রথমে বিজয় র্যালি বের হয় র্যালিটি উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড হয়ে দামুড়হুদা চৌরাস্তা মোড়ে এসে শেষ হয়। পরবর্তীতে চৌরাস্তার মোড়ের অস্থায়ী মঞ্চে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের ১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়ার সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ, সদস্য সচিব কে ডি সুলতানসহ দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার শহীদদের স্মরণে বিএনপি’র মৌন মিছিল

২০২৪ সালের ২৪ জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে মৌন মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আনসারুল হক, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক লিটন, আখেরুজ্জামান, মকবুল হোসেন মেঘলা, রেজাউল হকসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা বলেন, ২০২৪ সালের আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা ছিলেন গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার সাহসী যোদ্ধা। শহীদদের স্মরণ করেই বর্তমান প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারের আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

মৈত্রী সফরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি দল

আজ বুধবার চুয়াডাঙ্গায় ছাত্র-জনতা মৈত্রী সফরে আসছেন বৈষম্য

বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১০ সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করবে চুয়াডাঙ্গার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা।

জানাগেছে, জনমত গঠনসহ স্থানীয় ছাত্র-জনতার কথা শোনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সেই ধারাবাহিকতায় জেলা সফরে যাচ্ছে প্রতিনিধি দল। খুলনা বিভাগের ১০জনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে খুলনা বিভাগের দশ জেলায় প্রতিনিধিরা একদিন করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করবেন।

এরমধ্যে, স্থানীয় সমন্বয়কদের সাথে মতবিনিময়, শহীদ পরিবার ও গুরুতর আহতদের সাথে সাক্ষাৎ, স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় উল্লেখ যোগ্য কর্মসূচী বলে জানা গেছে। ছাত্র-জনতার মৈত্রী সফরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্যাডে খুলনা বিভাগের দায়িত্ব দেয়া ১০জন হলেন, ওয়াহেদ উজ্জামান, আকরাম হোসাইন রাজ, আশরেফা খাতুন, আবু বকর খান, ফারহানা ফারিনা, মুইনুল ইসলাম, বিশ্বজিৎ দত্ত, তৌহিদ ইসলাম শুভ, মো. বাবু খান ও জান্নাত।

চুয়াডাঙ্গায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষার্থীরা বলেন, ছাত্র-জনতার মৈত্রী সফর উপলক্ষে আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। আজ বুধবার বিকেল ২টায় চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে একটি জনসভা ও একটি ইনডোর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। জন সভায় শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেবেন। মতবিনিময় সভায় রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ, নেতৃত্বস্থানীয় ও সুধিজনেরা উপস্থিত থাকবেন।

ঝিনাইদহে লাল রঙের ফেস্টুন টাঙ্গালো ছাত্র-জনতা

বিপ্লবের আদর্শকে তারুণ্যের রূদয়ে ছড়ানো ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের লক্ষ্যে ঝিনাইদহ শহরে “টিম-দুর্বার” নামের ব্যানারে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উদ্দ্যোগে লাল রঙের ফেস্টুন

টাঙ্গানো কর্মসুচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৯ আগস্ট) ভোরে শহরের পোষ্ট অফিস মোড় থেকে পায়রা চত্বর হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত লাল রঙের ফেস্টুন টাঙ্গানো কর্মসুচি পালন করা হয়। শহরের বিভিন্ন সড়কের বিদুৎ লাইটিং এর পোলে লাল রঙের ফেস্টুন টাঙ্গানো শুরু করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

“টিম-দুর্বার” এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাজিদ মাহমুদ, এইচ এম জহুরুল ইসলাম, ওসমান গনি, সিদ্দিকুর রহমান, ইসহাক আলী, মনিরুল ইসলাম, রিয়াদ হোসেন, শরিফ খান, তুহিন মোল্লা, শাহেদ মাহমুদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সাজিদ মাহমুদ বলেন, কোনো অফিসে যদি সরকারি ফি এর বাইরে কেউ অতিরিক্ত টাকা দাবি করে, তাহলে নিজে প্রতিবাদ করুন। না হলে আমাদেরকে জানান। ছাত্র সমাজ তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সবাই সহযোগিতা না করলে, দূর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। আমরা কাউকে ঘুষ দিবো না। কারোর পকেটে মোটা করতে আমরা টাকা দিবো না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে অবস্থান করতে হবে। সমাজ থেকে চাঁদাবাজি ও দূর্নীতি দূর করবো। শান্তি সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।

মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল

দেশে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার সময় মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এই আয়োজন করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর ছাত্র প্লাবণের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং

এন্ড টেকনোলজি এর সহকারী অধ্যক্ষ খন্দকার মুইজ, এএমআইই এর প্রাক্তন ছাত্র তামীম হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহীসহ মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মিছিলটি মেহেরপুর শহরের ড. শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে এখনো অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। যারাই দেশের বিরুদ্ধে অশান্তির অপচেষ্টা চালাবে তাদেরই প্রতিরোধ করবে এদেশের ছাত্র-জনতা।

মিছিলে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।